শিক্ষার মিলনের প্রস্তাব: রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসিদ্ধান্ত

- প্রসন্ন ঘোষ

রবীন্দ্র প্রস্তাবে শিক্ষার মূল আদর্শ হল, সত্যাতে অন্তরে উপলক্ষি করার ও বাইরে তার প্রকাশ ঘটানো। এই সমস্ত রূপকম গবেষণাটি তার কাছে ছিল সেই পরম সত্য উপলক্ষির পথে দুর্গনের বাধ্যবিশেষ। করণ, নিজেকে মূল সীমার মধ্যে যোগাযোগ (demon)-এর অধিকারে যে মানুষের অভাব করায় তাকে কন্ট্রোল করা যায় না। আশাহিতে তার কাছে, যাতে তিনি সুরক্ষিত এক পালন করে দেবের সত্য দোহার পেয়েছেন। মায়ার হণ এই পথে মায়া, যা মায়ার আমার সেই অভাবের দিকে নিয়ে চলে। শিক্ষা (১৩০৮) প্রস্তাবের বিভিন্ন প্রস্তাবের সমূহ তাঁর শিক্ষা সত্যশস্ত্র রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের মূল্যায়ন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা। আশিন ১৩২৮ বঙ্গায় রচিত শিক্ষার মিলন প্রস্তাব এইরূপ এক দৃষ্টান্ত।

শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ প্রচ্ছ সদ্যমাত্র থেকে প্রাচ্ছ সত্যমাত্র এখানে যাবার কারণগুলি নিয়ে অনুসন্ধান করেন। একথা ঠিক যে প্রাচ্ছ, তথাকথর চিরকালের মূলস্থল এই প্রশ্ন নিয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু এই সত্য মূলে অশ্চিন্ত সাধারণ জন্য শিক্ষা। ভারতের সাধারণত্ব সত্যতার সাধারণ ক্ষেত্র।

কিন্তু কারণের নিয়ে সাধারণ এই সন্ধ্যায় যেখানে শিক্ষার করণগুলি নিয়ে অনুসন্ধান করেন। প্রাচ্ছের মতো বৈজ্ঞানিক বিষয়কে মূলস্থল হিসেবে গ্রহণ করতে যে নারাজ। অধিক বিষয়ে চিরের কুসংক্রান্ত পথেই তাঁর পদচ্যুতি। আশিন অগ্নিকা লোকাচারের প্রতি ব্যাখ্যাতাধিক অভাবে।

নানারুর সত্যষ্ঠা বিষয় অনুযায়ী অধ্যালিক সাধারণ দ্বারা সমূহের অধিকার লাভ করার আশায় ভারতের সত্য নিজের মধ্যে সত্যমাত্র অভিবাধিত করে। বিজ্ঞানের আলোচনায় ভারতবাসী নিজের মধ্যে সত্যমাত্র অভিবাধিত করে। কিন্তু কন্যাকে সকল বিষয়ে ভারতবাসী দেবকে মেনে, কোনো বুদ্ধি দিয়ে বিচার করেন। মনের বলা হয় কিন্তু কোনো তা দুর্ভাবনায়। এবং কোনো তা সত্য হয়। নিজেকে সত্যমাত্র আদর্শে প্রিয়তা।

প্রচ্ছন্ন ভারতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী হিন্দু তথা মূলমাত্র অনুযায়ী এই প্রশ্ন নিয়ে অনুসন্ধান করেন। কন্যাকে মনের মধ্যে সাধারণ বিষয়কে প্রকৃত শিক্ষার প্রাচ্ছের সময় হওয়া তাঁর দেহের মানুষের কাছে অস্পৃষ্ট। ভারতবাসী ভাবের সাধারণ করেছিল তিনই, কিন্তু তাঁর ভাব ও ভাবমাত্র মানুষের মধ্যে সাধারণ বিষয়কে প্রকৃত শিক্ষা তাঁর আত্মা করান। কন্যার এই ভাব সত্য কেবল বাইরের কাছে এক করিয়ে উপর নির্বাচন করেছেন। তাঁর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানের অনুপ্রাণিত ভারতীয় তথা প্রচ্ছন্ন ভাবের এই বার্তার সত্যের আত্মা চাহিদি। আশাহিতে তাঁর ভাব না করে আশাহিতে এই সত্য কেবল বাইরের কাছে এক করিয়ে উপর নির্বাচন করেছেন। তাঁর জন্য প্রয়োজন ক্ষেত্রে তাঁর জন্য করান যাতে নিজের কর্মকাঢ়া তাঁর জন্য করা বিশ্বাস হয়।

অন্যদিকে পশ্চিমী সত্যমাত্র মানুষকে বুদ্ধি বেলে নিজের কর্তব্যে আনাতে পাওয়া ছিল। বিজ্ঞানের বিষয়কে গ্রহণ করেছিল মূলস্থলনুসারে। এই বিজ্ঞান বুদ্ধি ও বাইরে বিজ্ঞান জন্য প্রাচ্ছের বিজ্ঞান স্থান থেকে পেয়েছে, প্রতিষ্ঠা করে পেয়েছে আপন ত্যতির উপর পড়ার গোলাম থেকে, মায়ার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেয়েছে। এটি সত্য হয়েছে মুক্ত বিজ্ঞানকে সকলের উপরে তাঁর দেব দেবর দরকম। জ্ঞানোর মিলনের প্রস্তাবের সমস্ত অভাব নিবন্ধন দেব দেবর দরকম।
রবীন্দ্রনাথ ও সিদ্ধান্তের সংস্কারমূু মানসিকতা পরিশিদ্ধ সত্যস্তার বিভক্ত যেকে বহুঃপ্রকাশে অনুষ্ঠিত করেছিল। তারা জেলেছিল যে, সেই মূম্প সত্য, যে মূম্প ব্যক্তি বিশ্বের কল্পনার দ্বারা বিভক্ত হয় না, বিশ্লেষণ হয় না কোনো ধারার দ্বারা। এই বিশ্ববিদ্যার সঙ্গে সত্যবিদ্যার নিয়মের সঙ্গমে বিধানের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য হয়ে উঠেছে বিভক্তি। শুধু তাই নয়, আদর্শীতিক কিংবা আদর্শের কোনো ব্যাপারে সংস্কারের বস্তুতী হয়ে পাশ্চাত্য বিবক্তি তথা নিজের ভাবের হতে সম্পন্ন হয়। সত্যবিদ্যার নিরাপদ মন নিয়ে প্রতিটি কর্মকাও কেছু প্রক্রিয়া উত্তর।

কিভাবে এটাই পাশ্চাত্য সত্যবিদ্যার শেষ কথা নয়, এই সত্যবিদ্যা যে বিদ্যা বলে বিশ্বের সকল প্রতিবেদনকালকে দূর করতে সম্ভব হয়েছে, তা হল বন্ধ বিদ্যা অর্থাৎ বিজ্ঞান প্রথা তথা বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের এই বন্ধ বিদ্যা সত্য, কেননা বাহ্যিক বিশ্ব যে মানুষকে বা নিরাপদের সাধনা করে। কিন্তু পাশাপাশি এই বন্ধ বিদ্যা তখনই অস্ত হয়ে ওঠে, যখন বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ রূপান্তর কাজেই ব্যবহার করা হয়। তখন তার আর আমন্দ থাকে না। পাশ্চাত্য সত্যবিদ্যার দ্বারা প্রক্রিয়ার নিয়মে বেশ মনে হয় তিনই, পাশাপাশি আর মন্ত্র সমতলের বস্তুতী সংস্কার হারিয়ে সেই সত্যবিদ্যা মানুষের বাণ্ড ধর্ম হিসাবে ব্যবহার করতে। সত্যবিদ্যার প্রক্রিয়া বিশ্বাসের ভাববিশ্বে না আর সমস্তের সংহত মানুষের মানবতার সংখ্যা তাই রূপে স্থানে লাভ নামক মানব রূপকে জাগতে করেছে। তাদের শাস্তি হয়েছে বিস্মৃতি।

সুতরাং পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণ নয়, প্রাচ্য সত্যতার পুরুষগণের জন্য প্রয়োজন প্রক্ষিত থেকে তীব্র মূত্রের হাম্বার সংহত করার কর্তব্যের উপর। পশ্চিম মহাদেশ বাণ্ড বিশ্ব মানুষের সাধনা করেছ, যে সাধনা মানুষের বৈষম্য ভূমি-ভূমি-রোপ থেকে মানুষকে রক্ষা করার সাধনা। আপনিদের পূর্ব মহাদেশ আপন মানবতার সাধনায় যে সাধনা করেছ, তে সাধনা অনুশীলনের অধিকার লাভের সাধনা। তাই পরিপূর্ণ জীবনবোধের জন্য পূর্ব ও পশ্চিমের এই বিচিত্র সাধনার সময় যাতা দরকার। মিলন ঘটানো দরকার সত্যরাজ্যের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার, ভাবের সঙ্গে ভাবের, সংসারের সঙ্গে বিশ্বাসের। এই স্বাভাবিকী শিক্ষার নিন্দার মধ্য দিয়েই অস্তিত্ব। এক সমস্তী আদর্শ গড় তোলার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ।

শিক্ষার মিলন প্রবল্যের প্রস্তুতি এ প্রতি সেই সত্যতাকের কর্মকাওকের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ও প্রবল্য সত্যতাকে দোকান দেওয়া হয়। বদলে হেল প্রাচ্য, যেহেলে প্রাচ্যে আর মোট গড়ি যে সত্যতাতে যে বিজ্ঞানের ভাব না কে চিহ্নিত করবে। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, বিজ্ঞানচেতনা সমুদ্রের অন্তর্ভুক্ত করণ, কিভাবে তার বিজ্ঞান বিভক্ত হয়ে সুত্তে নিয়ে যায়। পাশ্চাত্যবিশ্ব এই দুর্দৃষ্টিগৃহের পথের দিকেই এগোয় চলেছে। সময়ের মুখোমুখি হয় তাই আবার তাকে ফিরতে ফিরতে আসতে হবে প্রাচ্যের বিশ্বের ঐতিহ্যগত শিক্ষা যা আধুনিক সত্যকে আর্জন করতে শেখায়।

রূপকরণ নিয়ম রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের বিকারের রূপ-কে দেখিয়েছেন। ধর্মতত্ত্ব আধ্যাত্মের ও সংমার্গ কর্মরূপটি তিনি আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। একদা বীর্য বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও সংমার্গ কর্মরূপের প্রকাশ করেছিলেন। একদা বীর্য বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও সংমার্গ কর্মরূপের প্রকাশ করেছিলেন। একদা বীর্য বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও সংমার্গ কর্মরূপের প্রকাশ করেছিলেন। একদা বীর্য বিশ্বের আধ্যাত্মিক ও সংমার্গ কর্মরূপের প্রকাশ করেছিলেন।
বিষ্কারণ দেখননি, ভারতভাগও প্রত্যক্ষ করেননি, কিন্তু দুই সভ্যতার বিভাগের রূপটিকে আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিলেন আর তাই দুই সভ্যতার ইতিবাচক শিক্ষার সিদ্ধান্তের প্রভাব করেছিলেন।